পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা কংগ্রেসের

• মুক্তি চৌধুরী

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধির ইস্যুকে সামনে এনে এবার রাজ্য কংগ্রেস বর্তমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে। আগামী নভেম্বরে বিধানসভার অধিবেশনে এই প্রস্তাব আনা হবে। ১৮ অক্টোবর রাজ্য কংগ্রেসের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। তৃণমূলকে চাপে রাখতেই কংগ্রেসের এই কৌশল বলে মনে করছে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। কারণ বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাস করানোর ক্ষমতা নেই কংগ্রেসের। গত বিধানসভা নির্বাচনে (২০১১) ২৯৪ আসনের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কংগ্রেস পেয়েছিল ৪২টি আসন। আর বামফ্রন্ট পেয়েছিল ৬২টি আসন। ১৮৪টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস।

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে : সাম্প্রদায়িকতা রুখতে এবং পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গড়া হয়েছে ১৭ বামপন্থী দলের নতুন এক জোট। ১৯ অক্টোবর এই লক্ষ্যে সিপিএমের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য দপ্তরে এক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই বৈঠকেই ১৭ দলের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী একটি জোট গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। দলগুলো হলো : সিপিআইএম, সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, ডিএসপি, আর সিপিআই, মার্কসবাদী ফরোয়ার্ড ব্লক, বিবিসি, ওয়ার্কার্স পার্টি, বলশেভিক পার্টি, এসইউসিআই (সি), সিপিআইএমএল-লিবারেশন, সিপিআই-এমএল (সন্তোষ রানা), সিআরএলআই, কমিউনিস্ট পার্টি অব ভারত, পিডিএস এবং সিপিআইএমএল (কানু সান্যাল)। ওইদিনের সভায় সিপিআইএমএল-কানু সান্যাল দলের কেউ উপস্থিত হতে না পারলেও তারা এই জোটে থাকার কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই জোট পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে এবং সাম্প্রদায়িকতার ভয়াবহ দিকগুলো প্রচারে তুলে ধরবে। নভেম্বর মাসে কলকাতায় এই জোট এক মহাসম্মেলনেরও আয়োজন করবে। এই বৈঠকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা বাড়লে সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাও বাড়ে। আমরা উভয় ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এবং মৌলবাদের বিরুদ্ধে। তিনি আরো বলেন, বিজেপি গোটা দেশে যেভাবে সাম্প্রদায়িকীকরণে মদদ দিচ্ছে তা ভয়ঙ্কর। বলেন, আমরা সব ধরনের সন্ত্রাসবাদেরই বিরোধী। কিন্তু যাকে-তাকে ধরে সন্ত্রাসবাদী বলা ঠিক নয়।

বর্ধমান তদন্তে নেমেছে ৭ গোয়েন্দা সংস্থা : বর্ধমানের খাগড়াগড় বিস্ফোরণ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কা-ের তদন্ত প্রথমদিকে পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি পুলিশ শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে সেই তদন্তে যুক্ত হয়ে পড়েছে ভারতের ৭টি জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা। সবারই লক্ষ্য এক, এই ঘটনার শেকড় খুঁজে বের করা। শুধু দেশীয় জঙ্গি গোষ্ঠী না আন্তর্জাতিক চক্র এর পেছনে মদদ জুগিয়েছে তারই সন্ধানে নেমে পড়েছে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা।

সাতটি গোয়েন্দা সংস্থার তদন্তে নেমে পড়ার ঘটনা পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর ভাষায়, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এমন তদন্ত চলেছে এই প্রথম। এই সাত গোয়েন্দা সংস্থা হলো : সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন), এনআইএ (ভারতের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি), আইবি (ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো), এনএসজি (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড), এমআই (মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স), র (রিসার্চ অ্যানালিসিস উইং) এবং ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট)।

২ অক্টোবর বর্ধমানের খাগড়াগড়ের এই বিস্ফোরণে দুজন নিহত হয়। তারা হলো শাকিল আহমেদ এবং সুবহান ম-ল। পুলিশের তরফ থেকে দাবি করা হয়, এরা বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্য। প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ঘটনাটিকে ছোট করে দেখে তদন্ত কাজ দেরিতে শুরু করে। পরে সিবিআই তদন্তে গিয়ে দেশি এবং আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের যোগসূত্র খুঁজে পায়। এরপরই বিস্ফোরণের তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা এনআইএ। তারা খুঁজে পায় একটি টাটা ন্যানো গাড়িও। এনআইএ তদন্তে জানতে পারে, উদ্ধার হওয়া গাড়িটিতে করেই খাগড়াগড় থেকে নিয়মিত শিমুলিয়ার মাদ্রাসায় যাতায়াত করতেন রাজিয়া-আলিমারা। রাজিয়া নিহত জঙ্গি শাকিলের স্ত্রী আর আলিমা আহত জঙ্গি আবদুল হাকিমের স্ত্রী। তাদের এনআইএ গ্রেফতার করেছে। শুধু তা-ই নয়, মাদ্রাসায় পাঠরত তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে এই ন্যানোতেই নিজেদের গোপন আস্তানায় পৌঁছে দিত মাদ্রাসার কর্মকর্তারা। গাড়িটির ব্যবহৃত নম্বর প্লেটটি আসলে বর্ধমানের প্রতিবেশী জেলা মুর্শিদাবাদের একটি মোটরসাইকেলের।

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পেশ করেছে এনআইএ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্ধমানসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে মাদ্রাসার আড়ালে চলত জঙ্গি মডিউলের কাজ। অর্থাৎ বর্ধমানকা- যত এগোচ্ছে, ততই সরকারের একাধিক অনুমোদনহীন মাদ্রাসাগুলোতে জঙ্গিদের আস্তানায় পরিণত হওয়ার ছবি স্পষ্ট হচ্ছে।

ঐতিহাসিক রেকর্ড! : এবারের মহারাষ্ট্রে লোকসভার একটি আসনের উপনির্বাচনে এক ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছেন বিজেপি নেতা ও প্রয়াত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোপীনাথ মুন্ডের ছোট কন্যা প্রীতম মুন্ডে। ৩ জুন গোপীনাথ মুন্ডে রাজধানী দিল্লিতে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। প্রীতম এই আসনে কংগ্রেস প্রার্থী অশোক পাতিলকে ৬ লাখ ৯৭ হাজার ৩২১ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে দিয়ে ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হওয়ার রেকর্ড করেন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাবেক সিপিএম সাংসদ অনিল বসুর। অনিল বসু ২০০৪ সালের নির্বাচনে ৫ লাখ ৯২ হাজার ৫০২ ভোটে জিতেছিলেন।

অন্যদিকে ভারতে বিধানসভা নির্বাচনে এবার আরেকটি ঐতিহাসিক রেকর্ড গড়েছেন ৮৮ বছরের গণপত রাও দেশমুখ। তিনি ৫৪ বছর ধরে বিধায়ক হিসেবে রয়েছেন। এই নিয়ে তিনি এবার ১১ বার মহারাষ্ট্রের সঙ্গোলা আসনে লড়ে জয়ী হলেন।

কুকুর-বিড়ালের জন্মনিয়ন্ত্রণ : কলকাতা মহানগরীতে যেভাবে কুকুর ও বিড়ালের সংখ্যা বেড়ে গেছে তাতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে রাজ্য প্রশাসন। বিশেষ করে হাসপাতাল এবং হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেভাবে বেওয়ারিশ কুকুর-বিড়ালের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার বেড়েছে, তাতে কুকুর-বিড়ালের জন্মনিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার রাজ্য সচিবালয় মহাকরণে এই কুকুর ও বিড়ালের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ■